বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-৩/২০১৫

জনাব জাফর সেলিম **ফরিয়াদী**
সম্পাদক,
সাপ্তাহিক নির্ভীক,
সোনালী ভবন (২য় তলা)
৪৩১, ট্রাংক রোড,
ফেনী।

বনাম

জনাব নুরুল করিম মজুমদার **প্রতিপক্ষ**
সম্পাদক,
সাপ্তাহিক হকার্স,
বড় মসজিদ মার্কেট (২য় তলা),
ট্রাংক রোড, ফেনী।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান।
২।	ড. উৎপল কুমার সরকার	সদস্য।
৩।	জনাব আকরাম হোসেন খান	সদস্য।

ফরিয়াদী	ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
প্রতিপক্ষ	ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
শুনানীর তারিখ	ঃ ০৫/০১/২০১৬ইং, ৪/০২/২০১৬ইং এবং ২৪/০২/২০১৬ইং।
রায়ের তারিখ	ঃ ১৮/০৪/২০১৬ইং।

রায়

ফরিয়াদীর আর্জি ঃ

ফরিয়াদী জনাব জাফর সেলিম সাপ্তাহিক হকার্স পত্রিকার ১৪ মে ২০১৫ইং তারিখের সংখ্যায় "আল-ইহসান মাল্টিপারপাস এর সহ সভাপতি জাফর সেলিমের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ" শিরোনামে বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে আপত্তিজনক অসত্য ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছেন। ফরিয়াদী তার আর্জিতে উল্লেখ করেছেন যে, ফেনী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হকার্স পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামের বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে তাহাকে জনসমক্ষে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে ফরিয়াদীর বক্তব্য হলো, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দাতা আরিফুর রহমান মিল্লাত, আল-ইহসান মাল্টিপারপাস সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি পলাতক। তিনি তার মনগড়া বিজ্ঞাপনে সমিতির প্রসঙ্গে যে সমস্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন সেগুলো যেমন মিথ্যা তেমনি আরো অনেক অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যা শিষ্টাচার বহির্ভূত, মানবিকতা পরিপন্থি এমনকি একজন মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে অনধিকার চর্চার শামিল, যা সভ্য সমাজে কাম্য হতে পারেনা। ফরিয়াদী নিজে একজন পত্রিকার সম্পাদক। পলাতক আরিফ সমিতির সভাপতি হয়ে তার অনুগত কয়েকজন কর্মকর্তার সহযোগিতায় কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যাওয়ার পর ফরিয়াদী উক্ত সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন বলেই আরিফুর রহমান এর প্রতারণার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও আদালতে মামলা করেছে।

চলমান পাতা ০২

আরিফুর যেসকল বিষয়ে বিজ্ঞাপনে বক্তব্য দিয়েছে তার অনেকগুলো বিষয়ে আরিফ এবং তার সহযোগিদের বিরুদ্ধে ফেনী জেলা সমবায় কার্যালয়, ফেনী মডেল থানা এবং ফেনী জেলা জজ কোর্টে মামলা চলছে। মামলাগুলোতে ফরিয়াদী এবং আরও অনেকেই বাদী আছে। ওই সকল মামলার রায় বা নিস্পত্তি সংশ্লিষ্ট আদালতেই হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন দাতা পলাতক ব্যক্তি আদালতের বিচারাধীন বিষয়গুলো নিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছেপেছে এবং কিছু বিষয়ে তথ্য গোপন করেও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। সেটিও প্রতারনার শামিল। কারণ আরিফুর বিজ্ঞাপনে সমবায়ের একটি রায়ের কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু উক্ত রায়টি সঠিক না হওয়ায় ফরিয়াদী এবং অন্যান্যগণ আপিল দায়ের করলে সেটি খারিজ হয়ে পুনঃ তদন্ত চলছে। আরিফুর খারিজকৃত রায়ের উদ্ধৃতি পত্রিকায় এনে নিজের সুবিধা নিতে চেয়েছিলেন। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে পলাতক আরিফুর রহমান মিল্লাত কর্তৃক প্রদত্ত সকল বক্তব্য মিথ্যা, বানোয়াট এবং তার দ্বারা সংঘটিত অর্থ আত্মসাৎের অপরাধকে ভিন্নখাতে প্রবাহের অপচেষ্টা করেছে। পলাতক আরিফুর রহমান এর বিরুদ্ধে ফেনী জুডিসিয়াল আদালত গ্রেফতারী পরোয়না জারী করলে প্রতারক আরিফুর রহমান আদালতের আদেশের উপর সংক্ষুব্ধ হতে না পেরে এবং মামলার বাদীর উপর সংক্ষুব্ধ হতে না পেরে শুধু মাত্র ফরিয়াদী সমিতির সহ-সভাপতি থাকায় তাকে জড়িয়ে তার উপর অন্যায়ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নেয়। বিজ্ঞাপনদাতা আরিফুর রহমান মিল্লাত গ্রেফতারী পরোয়ানাভূক্ত একজন পলাতক আসামী। তিনি পলাতক থেকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেনা, তবে প্রতিপক্ষ পত্রিকার সম্পাদক অবৈধভাবে আর্থিক সুবিধা নিয়ে বে-আইনীভাবে বিজ্ঞাপনটি ছাপিয়েছেন। বিজ্ঞাপন দাতা আরিফুর রহমান মিল্লাত তার বিজ্ঞাপনী বক্তব্যে উল্লেখ করেছে যে, ফরিয়াদী আল-ইহসান মাল্টিপারপাস এর ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পলাতক আরিফুর রহমান মিল্লাত সহ ৫ (পাঁচ) জনের বিরুদ্ধে দুটি মামলায় ফেনীর জুডিসিয়াল আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ফেনী জেলা সমবায় কার্যালয়ে মামলা চলছে। তবে মামলার বাদী দেলোয়ার হোসেনকে দিয়ে আরিফুর এবং তার ভাইদের বিরুদ্ধে মামলা করানোর কথা মিথ্যা। এব্যাপারে মামলার বাদী দেলোয়ার হোসেন এ বিষয়ে তার লিখিত প্রতিবাদ দিয়েছে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে ফরিয়াদী ফেনী জেনারেল প্রাইভেট হাসপাতালের পরিচালক পদ জোর পূর্বক গ্রহণ করেছে তা মিথ্যা এবং ফরিয়াদী মধ্যাপ্রাচ্যের সৌদি আরবে চাকুরীরত থাকাকালে তাহার চাকুরী চলে যাওয়ার কথাও মিথ্যা। ফরিয়াদী অত্যন্ত সুনামের সাথে একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানীতে চাকুরী করেছে। উক্ত কোম্পানীতে ফরিয়াদী বেশ কয়েকবার ‘শপ কিপার অব দি মান্থ’ নির্বাচিত হয়েছে। ফরিয়াদী নিবেদন করে যে, প্রকাশিত বিজ্ঞাপন তার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষকরে বলা হয়েছে-**তিনি সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী, মামলাবাজ, চাপাবাজ, ক্রিমিনাল, অর্থ আত্মসাৎকারী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধ্বংসকারী, অফিস দখলকারী, লুটকারী, অপকর্মের হোতা, হলুদ সাংবাদিক এবং নারী লোভী-** এই অংশটুকু। এই আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়ের নিকট ফরিয়াদী প্রতিবাদ পাঠিয়েছে, কিন্তু সম্পাদক প্রতিবাদ মোটেও ছাপেনি।

ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা, কুরুচিপূর্ণ এবং অশালীন বক্তব্য সম্বলিত বিজ্ঞাপন দাতা পলাতক গ্রেফতারী পরোয়ানাভূক্ত ব্যক্তি আরিফুর রহমান মিল্লাত এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশকারী সাপ্তাহিক হকার্স পত্রিকার সম্পাদক নুরুল করিম মজুমদার ও তার পত্রিকার বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেছে।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করে বর্ণনা করেন যে, মামলার ফরিয়াদী জাফর সেলিমের সম্পাদিত সাপ্তাহিক নির্ভিক পত্রিকা ও প্রতিপক্ষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক হকার্স এর মধ্যে প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে কোন বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি বিধায় প্রেস কাউন্সিলে কোন অভিযোগ দায়েরের কারণ সৃষ্টি হয়নি। ফরিয়াদী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান বরাবর যে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সেখানে তার স্বাক্ষর এবং দাখিলীয় কাগজপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্রে তার স্বাক্ষরের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যা কাউন্সিল পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে। এটা প্রেস কাউন্সিলের সাথে প্রবঞ্চনার শামিল। ফরিয়াদী সম্পাদিত সাপ্তাহিক নির্ভিক পত্রিকায় আরিফুর রহমান মিল্লাত তার বিরুদ্ধে প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতিবাদে সাপ্তাহিক হকার্স এ ১৪ মে ২০১৫ইং প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি প্রদান করেছেন। বিজ্ঞাপনের প্রতিটি বক্তব্য আরিফুর রহমান মিল্লাতের নিজস্ব এবং দায়-দায়িত্বও তার। সাপ্তাহিক হকার্স প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্যের সাথে কোনভাবেই যুক্ত নয়। ফরিয়াদী অভিযোগে বিজ্ঞাপনদাতা আরিফুর রহমান মিল্লাতকে ওয়ারেন্টভূক্ত পলাতক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন্ আদালত থেকে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে তা ফরিয়াদী কোন কাগজপত্রে প্রমাণ করতে পারেননি। তাই সাপ্তাহিক হকার্স এর সম্পাদক হিসেবে বিজ্ঞাপনদাতা আরিফুর রহমান মিল্লাত পলাতক আসামী কিনা তা জানার কোন সুযোগ নাই ও ছিল না।

১৪ মে ২০১৫ তারিখ সাপ্তাহিক হকার্স এর বিজ্ঞাপন ছাপার ৬(ছয়) সপ্তাহ পর অর্থাৎ ৩০/০৬/২০১৫ ফরিয়াদী জাফর সেলিম ডাকযোগে একটি লিখিত প্রতিবাদ পাঠান। এ প্রতিবাদ প্রকাশিত হচ্ছে কিনা তার জন্য ২ (দুই) সপ্তাহ অপেক্ষা না করে ১৪/০৭/২০১৫ তারিখ ফরিয়াদী তার সম্পাদিত সাপ্তাহিক নির্ভিক পত্রিকায় প্রতিপক্ষের পত্রিকায় প্রকাশিত আরিফুর রহমান মিল্লাতের বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এতে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ বিজ্ঞাপন প্রকাশের কার্যকারিতা আর রইল না বলে প্রতিপক্ষ মনে করে। শুধু তাই নয় ১৪/০৭/২০১৫ তারিখ প্রকাশিত সাপ্তাহিক নির্ভিক এর ওই সংখ্যায় ফরিয়াদী তার নিজ নামে ১ম পৃষ্ঠায় সাংবাদিকতার সকল নীতি লংঘন করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটি অশোভন, অশালীন, মানহানিকর ও নীতি বহির্ভূত দীর্ঘ নিউজ কলাম প্রকাশ করে। এজন্য প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে সঙ্গত কারণে মামলা দায়েরের কারণ সৃষ্টি হয়েছে। ফরিয়াদীর সম্পাদিত সাপ্তাহিক নির্ভিক এর একই সংখ্যায় ফেনী থেকে প্রকাশিত দৈনিক নয়াপয়গাম, সাপ্তাহিক হকার্স ও সাপ্তাহিক ফেনী বার্তায় জাফর সেলিমের বিরুদ্ধে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ ছাপানো হয়। এতে প্রতিয়মান হয় যে, জাফর সেলিম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সাপ্তাহিক হকার্স এর বিরুদ্ধে কাউন্সিল বরাবর এ অভিযোগটি দায়ের করেছে। মূলতঃ ফরিয়াদী ও প্রতিপক্ষের পত্রিকায় বিজ্ঞাপনদাতা আরিফুর রহমান মিল্লাত উভয়ই পরস্পর ব্যবসায়িক পার্টনার ছিল। আল-ইহসান মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি নামে একটি আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করে আরিফুর রহমান মিল্লাত এর সভাপতি ও ফরিয়াদী জাফর সেলিম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ওই প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎজনিত কারণে তাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। ফরিয়াদী জাফর সেলিম তার নিজ পত্রিকায় আরিফুর রহমান মিল্লাত এবং তার ভাইদের বিরুদ্ধে (যারা ওই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত নয়) সংবাদ পরিবেশন করে। আরিফুর রহমান মিল্লাত ও তার ভাইরা প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ কুরিয়ার সার্ভিসে প্রেরণ করলেও ইচ্ছাকৃতভাবে জাফর সেলিম তা গ্রহণ করেননি। এ কারণে ক্ষতিগ্রস্থরা আত্মপক্ষ সমর্থনে এবং নিজের সম্মান রক্ষার্থে অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ছাপানোর ব্যবস্থা করে। এসব বিজ্ঞাপন শুধুমাত্র সাপ্তাহিক হকার্স প্রকাশ করেনি। ফেনীর অন্যান্য সংবাদপত্রও তা প্রকাশ করেছে। এর বিরুদ্ধে জাফর সেলিমের সাপ্তাহিক নির্ভিক পত্রিকায়ও পাল্টা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের যে অভিযোগ করা হয়েছে তা অশোভন এবং অমার্জিত। ফরিয়াদী ও আরিফুর রহমান মিল্লাতের মধ্যে এতই গভীর সম্পর্ক ছিল যে কারণে আরিফকে ফরিয়াদী কর্তৃক সাপ্তাহিক নির্ভিক পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক নিয়োগ করে পুরষ্কৃত করা হয়েছিল। যা পত্রিকার অনেক সংখ্যার প্রিন্টার্স লাইনে ছাপা হয়েছে। ফরিয়াদী আল-ইহসান মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির ৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তাদের রেফারেন্সে গৃহীত গ্রাহকদের আত্মসাৎকৃত আমানতের টাকা ফেরত না দেয়ার তালবাহানার অভিযোগে জনৈক এমাম হোসেন গত ৩০/০৭/২০১৫ তারিখে ফেনীর জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ও আমলী আদালত-১ এ ৪,৬০,০০০/- (চার লক্ষ ষাট হাজার) টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে পিটিশন মামলা ১৬৮/২০১৫ দায়ের করেন। আদালত উক্ত মামলা আমলে নিয়ে গোয়েন্দা পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দেন বলে সাপ্তাহিক হকার্সকে জানিয়েছেন বাদীর আইনজীবী এডভোকেট আনোয়ারুল করিম ফারুক। ফরিয়াদী উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জনৈক দেলোয়ার হোসেনকে বাদী করে বিজ্ঞাপনদাতা আরিফুর রহমান মিল্লাত ও তার দুই ভাই জিল্লুর রহমান এবং মিজানুর রহমানসহ (চাকুরীজীবী) ৫ জনকে বিবাদী করে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে পিটিশন মামলা ৩১১/১৪ দায়ের করায়। সে মামলায় ফরিয়াদী নিজেই স্বাক্ষী ছিলেন। আদালত অফিসার ইনচার্জ ফেনী মডেল থানাকে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। ফেনী মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর গৌতম চন্দ্র দে ২৩/০৩/২০১৫ইং তারিখে আরিফুর রহমান ও তার দুই ভাই জিল্লুর রহমান এবং মিজানুর রহমানকে অভিযোগ থেকে অব্যহতি দিয়ে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। একইভাবে ফরিয়াদী স্বাক্ষী থেকে জনৈক নাছির উদ্দিনকে দিয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আরিফুর রহমানসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে পিটিশন মামলা ২৮৫/১৫ দায়ের করেন। আদালত অফিসার ইনচার্জ ফেনী মডেল থানাকে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। ফেনী মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম খান ০৮/০২/২০১৫ইং তারিখে কোন প্রমাণ না পাওয়ায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয় বলে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ফরিয়াদী উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আরিফুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ও তাকে হেনোস্তা করার উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করিয়েছিল। ফরিয়াদী আল-ইহসান মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায়কৃত ১,২৫,০০০০০/- (এক কোটি পচিশ লক্ষ) টাকা গ্রাহকদের ফেরত দিবেন মর্মে দুইশত টাকার স্ট্যাম্পে ১২/০১/২০১২ইং তারিখে লিখিত অঙ্গীকার করেন এবং ১৮/১২/২০১৩ইং তারিখে ফেনী জেলা সমবায় অফিসার ফরিয়াদী আল-ইহসান মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির ৭ পরিচালকে প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত করে ফরিয়াদীকে ১২০ দিনের মধ্যে ৫৬,৬৮,৫৯২/- (ছাপ্পান্ন লক্ষ আটষট্রি হাজার পাচশত বিরানব্বই) টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেন।

চলমান পাতা ০৪

প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন যে, জবাবে দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফরিয়াদী ও বিজ্ঞাপনদাতা আরিফুর রহমান মিল্লাতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক বিরোধ রয়েছে, যার সাথে সাপ্তাহিক হকার্স বা প্রতিপক্ষ কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয়। অতএব, ফরিয়াদীর অভিযোগ থেকে প্রতিপক্ষকে দায়মুক্তি প্রদান করার এবং তাহার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী সম্পাদিত সাপ্তাহিক নির্ভিক পত্রিকায় প্রকাশিত মানহানিকর নিউজ কলাম প্রকাশের দায়ে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন করেছেন।

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর ঃ

প্রতিপক্ষের জবাবের প্রেক্ষিতে ফরিয়াদী তার প্রতিউত্তরে বর্ণনা করে যে, প্রতিপক্ষ তার লিখিত বক্তব্যে ফরিয়াদীর সাথে তার সংবাদ নিয়ে কোন বিরোধ হয়নি বিধায় প্রেস কাউন্সিলে ফরিয়াদীর মামলা দায়েরের কোন কারণ নেই বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রেস কাউন্সিলে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ব্যক্তিও মামলা করতে পারে বিধায় ফরিয়াদীও মামলা করেছে এবং প্রেস কাউন্সিলে ফরিয়াদীর ন্যায় বিচার চাওয়ার যৌক্তিকতা আছে। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর স্বাক্ষর নিয়ে সংশয় কেন প্রকাশ করেছেন তা ফরিয়াদীর বোধগম্য নয়। কারণ ফরিয়াদী নিজে যেখানে স্ব-শরীরে হাজির হয়ে মামলা দায়ের করেছে সেখানে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর স্বাক্ষরকে প্রশ্নবিদ্ধ করে মামলার একজন বাদী হিসেবে তথা ন্যায় বিচারপ্রার্থীর সত্তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছে। তাছাড়া প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেছে ফরিয়াদী জাল স্বাক্ষর দিয়ে প্রেস কাউন্সিলের সাথে প্রবঞ্চনা করেছে যা প্রতিপক্ষ কর্তৃক কাউন্সিল আদালতকে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার অপকৌশল। এইপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যের শুরুতেই যৌক্তিক কিছু উপস্থাপনের চেয়ে সস্তা চিন্তা-চেতনা পোষণ মূলক বক্তব্য দিয়ে পুরো বিষয়টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহের অপচেষ্টা করেছে মাত্র। প্রতিপক্ষ তার জবাবের সাথে বিজ্ঞাপন দাতা পলাতক প্রতারকের একটি প্রতিবাদপত্র দাখিল করেছে যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষ নিজেকে ভাল মানুষ ও গুনী সাংবাদিক প্রমাণের জন্য একজন প্রতারকের কাছ থেকে প্রত্যয়ণ নিয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ পলাতক প্রতারকের বিজ্ঞাপন প্রকাশের পক্ষেও সাফাই হিসেবে ব্যবহার করেছে বলে ফরিয়াদী মনে করেন। প্রতিপক্ষ তার জবাবে উল্লেখ করেছে যে, ফরিয়াদী তার নির্ভীক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে আরিফুর রহমান মিল্লাত প্রতিপক্ষের হকার্স পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। কিন্তু ফরিয়াদীর পত্রিকায় যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল তা সঠিক ছিল। কারণ ওই সংবাদটি আদালত কর্তৃক আরিফুর রহমান গংদের বিরুদ্ধে ফেনীর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলমগীর মোঃ ফারুকীর আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করলে অতঃপর ফরিয়াদীর পত্রিকা সাপ্তাহিক নির্ভীক তা প্রকাশ করে। প্রতিপক্ষ তার হকার্স পত্রিকায় ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে ১৪ মে, ২০১৫। ফরিয়াদী তার পত্রিকায় দীর্ঘ বিজ্ঞাপনের সকল বিষয়ে কাগজপত্র সংগ্রহে সময় লেগে যাওয়ায় এবং তার শারীরিক অসুস্থতাজনীত কারণে ফরিয়াদী প্রতিপক্ষকে প্রতিবাদ পাঠাতে বিলম্ব হওয়ায় কারণটি প্রতিবাদপত্রে লিখিত ভাবে উল্লেখ করেছে। ফরিয়াদী উক্ত প্রতিবাদ পাঠিয়ে দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করেছে। ফরিয়াদী প্রতিবাদ পাঠানোর পর প্রতিপক্ষের পত্রিকার দুটো সংখ্যা প্রকাশিত হলেও প্রতিপক্ষ তার প্রতিবাদ ছাপায়নি। ফরিয়াদী কর্তৃক সম্পাদিত 'নির্ভীক কলাম' নামে বেশ জনপ্রিয় একটি কলামে প্রায়ই তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেন। সম-সাময়িক কোন বিষয় নিয়ে ফরিয়াদী নির্ভীক কলাম লিখে থাকে। প্রতিপক্ষের আপত্তিকৃত নির্ভীক কলামেও ফরিয়াদী কোন মানহানি করেনি বরং এটা ছিলো যৌক্তিকভাবে একটি সংবাদ পত্র ও সম্পাদকের দৃষ্টি ভঙ্গি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করা এবং এটা ছিলো বিজ্ঞাপন বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ফরিয়াদীর মতো একজন নিরীহ মানুষের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন প্রকাশকারী পত্রিকা সম্পাদকের বিরুদ্ধে শালীন প্রতিবাদ। প্রতিপক্ষ তার জবাবে উল্লেখ করেছে যে, ফরিয়াদী ও আরিফুর রহমান মিল্লাত এর মধ্যে সু-সম্পর্ক ছিলো। ফরিয়াদীও স্বীকার করছে সুসম্পর্ক ছিল এইজন্য যে কিছু লোক মিলে একটা ভালো কাজ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউ যদি প্রতারণা করে তাহলে সেখানে তার সাথে সু-সম্পর্ক থাকেনা। আরিফুর রহমানের ভাইরা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিল বিধায় পলাতক আরিফুর রহমান মিল্লাতের দুই ভাই এবিএম জিল্লুর রহমান ও মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ফরিয়াদী ছাপায়নি। কারণ তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত সংবাদটিও সত্য ছিল। এবিএম জিল্লুর রহমান বিলুপ্ত সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। আরিফুর রহমান মিল্লাতের অপর ভাই মিজানুর রহমান সমিতির অডিটর ছিলেন। এসকল বিষয়ে আদালতে মামলা চলছে। ফরিয়াদী আরিফুর রহমানকে তার সম্পাদিত পত্রিকায় সম্পৃক্ত করেছিল। যখন তারা উভয়ে একসাথে সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠনের মধ্য দিয়ে কাজ করছিল সেসময় ২০১১ সালে ফরিয়াদী পত্রিকার ডিক্লারেশন নিলে আরিফুর রহমান মিল্লাতকে সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান/সভাপতি হিসেবে সম্মান দেখিয়েছে যা ফরিয়াদীর ভুল হয়েছে। প্রতিপক্ষের জবাবে উল্লেখিত ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ইমাম হোসেন নামক ও সমিতির একজন গ্রাহক মামলা দায়ের করেছে, এবিষয়ে যেহেতু ফরিয়াদী সমিতির সহ-সভাপতি ছিল সেহেতু তার বিরুদ্ধে কোন গ্রাহক যদি মামলা করে তা আদালতের মাধ্যমেই নিস্পত্তি হবে।

এছাড়া দেলোয়ার হোসেনকে দিয়ে আরিফুর রহমান মিল্লাতের দুই ভাই এর বিরুদ্ধে মামলা করানোর বিষয়টিও সঠিক নয়। প্রতিপক্ষের জবাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ফরিয়াদী দুইশত (২০০) টাকার ষ্ট্যাম্পে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা গ্রাহকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে পলাতক আরিফুর রহমান মিল্লাতসহ প্রতারক ব্যক্তিগণ দাতা সেজে ফরিয়াদীকে গ্রহীতা দেখিয়ে জালভাবে ওই ষ্ট্যাম্পটি সৃজন করেছে বিধায় ফরিয়াদী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ষ্ট্যাম্প দাতাগণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আরেকটি বিষয় হলো ওই ষ্ট্যাম্পের বিষয়ে ষ্ট্যাম্পে উল্লেখিত ৩ নং দাতা পেয়ার আহাম্মেদ শামীম এক পর্যায়ে আদালতে হাজির হয়ে নিজেই ষ্ট্যাম্পের মাধ্যমে তার একটি লিখিত বক্তব্য দিয়েছে যে, অঙ্গীকার নামায় উল্লেখিত এ ধরনের টাকা-পয়সা লেনদেনের কোন ঘটনা ঘটেনি। প্রতিপক্ষের জবাবের সাথে সংযুক্তির (১১ক) এ সমবায়ের একটি রায়/এওয়ার্ড এর কপি আছে। এ প্রথম রায়টিও ফরিয়াদীসহ সমিতির কার্যকরী কমিটির ৪ জন বাদীর আপিলের প্রেক্ষিতে স্থগিত হয়ে যায় এবং পরে আপিলটি মঞ্জুর করা হয়।

জেলা সমবায় কর্মকর্তা শাহ নেওয়াজ চৌধুরী কর্তৃক একটি রায়ে ফরিয়াদীসহ সমিতির ৭ পরিচালককে অর্থ আত্মসাৎের দায়ে অভিযুক্ত করে সবাইকে অর্থ দন্ড করা হয়। ফরিয়াদীকেও অর্থদন্ড দেওয়া হয়। জেলা সমবায় কর্মকর্তা শাহ নেওয়াজ চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত রায়ে পলাতক প্রতারকদের প্রতি সুনির্দিষ্ট বা যথাযথ দায় নির্ধারিত না হওয়ায় এবং ফরিয়াদীসহ ওই মামলায় অন্যান্য বাদীগণের প্রতি অন্যায় আর্থিক দায় নির্ধারিত হওয়ায় তারা ওই রায়ের বিরুদ্ধে চট্রগ্রাম বিভাগীয় সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক বরাবর আপিল করে। আপিলের প্রেক্ষিতে ফেনী জেলা সমবায় কর্মকর্তা শাহ নেওয়াজ চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি চট্রগ্রাম বিভাগীয় সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক জনাব জাহাঙ্গীর আলম খারিজ করে পুনঃ তদন্তের নির্দেশ দিয়ে দোষী ব্যক্তিদের উপর সুনির্দিষ্ট দায় নির্ধারনের আদেশ দেন। বর্তমানে এ মামলাটির পুনঃতদন্ত ফেনী জেলা সমবায় কর্মকর্তার অধীনে চলছে। পলাতক আসামি (বিজ্ঞাপন দাতা) আরিফুর রহমান মিল্লাত ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় মিথ্যা বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিল। তখন ফরিয়াদী তার প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ দিয়েছিল ওই সমস্ত পত্রিকাগুলোতে। তখন তার মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে কোথাও কোন মামলা করা হয় নাই। কিন্তু এবার সাপ্তাহিক হকার্স পত্রিকায় মিথ্যা বিজ্ঞাপন ছাপালে ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিলে মামলা দায়ের করে, যা মাননীয় প্রেস কাউন্সিল আদালতে বর্তমানে চলমান রয়েছে। ফরিয়াদী অনেক কিছু উপস্থাপন করতে পারে কিন্তু এগুলো অন্য আদালতের ভিন্ন ভিন্ন মামলার জন্য প্রাসঙ্গিক হলেও এ কাউন্সিল আদালতের জন্য প্রাসঙ্গিক নয় বলে ফরিয়াদী মনে করে। ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে আরিফুর রহমান মিল্লাতের বক্তব্য সম্বলিত প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে যে সকল বিষয় গুলি উল্লেখ করা হয়েছিল উক্ত বিজ্ঞাপন দাতার প্রতিনিধি তথা বিজ্ঞাপন প্রকাশকারী পত্রিকার সম্পাদক মামলার প্রতিপক্ষ বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত সকল বক্তব্যের প্রমান উপস্থাপন করেনি। প্রতিপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয়গুলি থানা, সমবায়, ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট ও জজ কোর্টে বিচারাধীন। সেই বিচারাধীন বিষয়গুলি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করে অন্যের চরিত্র হরণ ও সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে বিজ্ঞাপন দাতা যে প্রতারণা ও অন্যায় করেছেন এবং তাকে বিজ্ঞাপন প্রকাশে সহযোগিতাকারী সাপ্তাহিক হকার্স পত্রিকার সম্পাদক পত্রিকার মাধ্যমে একজন গ্রেফতারী পরোয়ানাভূক্ত পলাতক ব্যক্তি দ্বারা অপর একজন নিরীহ ব্যক্তির চরিত্র হরণ করা সুযোগ দিয়ে যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন তার সুবিচার পাওয়ার প্রত্যাশা ফরিয়াদী করছে। তাই ফরিয়াদীর আনীত মামলার প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক হকার্স পত্রিকার সম্পাদক নুরুল করিম মজুমদার এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপন দাতা গ্রেফতারী পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামী আরিফুর রহমান মিল্লাতের অপরাধের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক রায় প্রদানের জন্য ফরিয়াদী মাননীয় প্রেস কাউন্সিল আদালতের নিকট সবিনয় আবেদন করছে।

প্রতিপক্ষের প্রতিউত্তরঃ

প্রতিপক্ষের জবাবের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী ১২/১০/২০১৫ তারিখে লিখিত বক্তব্য দাখিল করে এবং এর প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ লিখিত প্রতিউত্তর দাখিল করে বর্ণনা করেন যে, প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক হকার্স সম্পাদক এখনো মনে করে ফরিয়াদী জাফর সেলিমের সাথে তাহার সংবাদ সংক্রান্ত কোন বিরোধ নেই ও ছিল না। তাই ফরিয়াদীর বক্তাব্যনুসারে প্রেস কাউন্সিলের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অসম্মান দেখানোর কোন সুযোগ নেই। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর স্বাক্ষরের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ এখনো করছে। তিনি এখনো মনে করে যে ফরিয়াদীর স্বাক্ষর ৩টি ৩ ধরনের। একই সাথে কাউন্সিলে দাখিলীয় কাগজপত্রেও তার নামের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

চলমান পাতা ০৬

সাপ্তাহিক হকার্স এ বিজ্ঞাপনদাতা আরিফুর রহমান মিল্লাত লিখিত বক্তব্যে সাপ্তাহিক হকার্স এ তার নামে যে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে সে বিজ্ঞাপনের সকল দায়-দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার এবং ১৪ জুলাই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাপ্তাহিক নির্ভিক পত্রিকায় প্রকাশিত অসত্য, মনগড়া, কাল্পনিক ও মর্যাদা হানিকর নিউজ কলামের বিরুদ্ধে আরিফুর রহমান মিল্লাত নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন মাত্র। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভাল মানুষ ও গুণী সাংবাদিক প্রমাণ করার যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এধরনের অভিযোগের কারণে প্রতিপক্ষের মর্যাদা হানি করা হয়েছে। আরিফুর রহমান মিল্লাত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি এ বিষয়টি বিজ্ঞাপন প্রকাশের সময় প্রতিপক্ষের জানার কোন সুযোগ ছিল না। ফরিয়াদী জাফর সেলিমও ৩০/০৬/২০১৫ তারিখে তাহার নিকট পাঠানো প্রতিবাদের সাথেও তিনি ওয়ারেন্টের কপি সংযুক্ত করেননি। ১২/১০/২০১৫ তারিখে তিনি প্রেস কাউন্সিলে তার বক্তব্যের সাথে ওয়ারেন্টের কপি সংযুক্ত করেছিল। যেখানে অভিযোগকারী ১৪/০৫/২০১৫ তারিখে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের আগে বা তারও পরে ওয়ারেন্টের কপি সংযুক্ত করেননি কিংবা তাহাকে অবহিত করেননি। সেক্ষেত্রে ওয়ারেন্টের বিষয়টি জানতে পারার কোন কারণ বা সুযোগ তাহার নাই ও ছিলনা। আরিফুর রহমান মিল্লাতের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সি.আর-৬০০/১৪ নং মামলাটি সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, ফেনী সদর এর বিচারক মোঃ দেলোয়ার হোসেন ১০/১১/২০১৫ তারিখে আরিফুর রহমান মিল্লাতসহ ৫ জন আসামীকে খালাস প্রদান করে মামলাটি খারিজ করার নির্দেশ প্রদান করেন। বাদী জাফর সেলিম ৬ সপ্তাহ পরে বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ পাঠালেন। সে প্রতিবাদ ছাপানোর জন্য নিয়ম অনুযায়ী তার ৬ সপ্তাহ অপেক্ষা করা উচিত ছিল। তিনি তা না করে নিজের পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটির প্রতিটি লাইনের জবাব তৈরি করে তড়িগড়ি করে দুই সপ্তাহ পর ১৪/০৭/২০১৫ তারিখে প্রতিপক্ষের পত্রিকার একই সাইজে প্রতিবাদ ছাপিয়ে দিয়েছেন এবং এতে করে ওই বিজ্ঞাপনের সমস্ত বক্তব্যের জবাব তিনি দিয়ে দিয়েছেন। তাই প্রতিপক্ষ মনে করে যে, পত্রিকায় প্রতিবাদ বিজ্ঞাপন ছাপানোর কোন যৌক্তিকতা ছিল না। নিজের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে জাফর সেলিম আরিফুর রহমান মিল্লাত এর বিজ্ঞাপনের দ্বারা তার ক্ষুন্ন হওয়া কথিত সম্মান পুনরুদ্ধার করে ফেলেছেন। অভিযোগকারী তার নির্ভিক পত্রিকায় ১৪/৭/২০১৫ তারিখে একটি কলাম লিখেছিলেন, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রতিপক্ষের মর্যাদা হানির জন্য ১ম পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে কলামটি প্রকাশ করা হয়েছে। ওই নিউজে প্রতিপক্ষকে মাফিয়া ডন এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এসব শব্দ কোন শালীনতার পর্যায়ে পড়ে না।অভিযোগকারী কোন অজুহাতেই তাহার বিরুদ্ধে এ ধরনের মানহানিকর সংবাদ প্রকাশ করতে পারেন না। ফরিয়াদী তার বক্তব্যে আরিফুর রহমান মিল্লাত এর সাথে নিজের সু-সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক বিষয়ে তাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। তবে তাদের ব্যক্তিগত বিরোধের সাথে প্রতিপক্ষের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং নেই। ফরিয়াদী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, জনৈক গ্রাহক ইমাম হোসেন ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে পাওনা টাকার জন্য মামলা করেন। এক্ষেত্রে প্রতিয়মান হয় যে, সমিতির সদস্যরা তার কাছে টাকা পাওনা রয়েছেন। ফরিয়াদী তার বক্তব্যের ৯নং পয়েন্টে দেলোয়ার হোসেনকে দিয়ে আরিফুর রহমান মিল্লাত এর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের কথা অস্বীকার করেছে। প্রকৃত পক্ষে জাফর সেলিম দেলোয়ার হোসেনকে দিয়ে ২টি, নাছির উদ্দিনকে দিয়ে ১টি এবং মোঃ জালাল উদ্দিনকে দিয়ে ১টি, মোট ৪টি মামলা দায়ের করিয়েছেন। ওই ৪টি মামলার মধ্যে ১টি গত ১০/১১/২০১৫ তারিখে খারিজ হয়ে যায়। বাদী তার ৯নং পয়েন্টে পুলিশের তদন্তের বিরুদ্ধে মামলার বাদী কর্তৃক না রাজি দেয়ার কথা উল্লেখ করলেও দাখিলীয় কাগজপত্রে নারাজির কোন প্রমান জমা দেননি। তাই অসত্য তথ্য দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ফরিয়াদী ১২/১০/২০১৫ তারিখে কাউন্সিলে জমাকৃত কাগজপত্রে মধ্যে সংযুক্ত-২ ও সংযুক্তি-৭ একই মামলার কপি দুইবার দেখানো হয়েছে। ফরিয়াদী জাফর সেলিম এবং জালাল উদ্দিন এর বিরুদ্ধে আরিফুর রহমান মিল্লাত নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলার বিরুদ্ধে ফৌজদারী রিভিশন মামলা নং২৯৪/১৪ এবং ফৌজদারী রিভিশন মামলা নং-৩১৫/১৪ পৃথকভাবে বিজ্ঞ জজ আদালতে মামলা দায়ের করায় জাফর সেলিম ও জালাল উদ্দিনের মামলা দুটি নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত থেকে বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালতে বিচারের জন্য স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। ফরিয়াদী তার বক্তব্যে সমবায়ের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল এবং রায় স্থগিতের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা গ্রাহকদের টাকা পরিশোধের দায় থেকে মুক্তি দেয়না।

চলমান পাতা ০৭

সেসব পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদে জাফর সেলিমের বিজ্ঞাপন ছাপা না হলেও অন্য পত্রিকায় এবং নিজের পত্রিকায়ও প্রতিবাদ ছাপিয়েছেন। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র সাপ্তাহিক হকার্স এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, জাফর সেলিম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই প্রেস কাউন্সিলে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করেছে। জাফর সেলিমের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে যে সব কাগজপত্রাদি কাউন্সিলে দাখিল করা হয়েছে তার সবগুলোই জাফর সেলিম ও আরিফুর রহমান মিল্লাত এর অর্থনৈতিক বিরোধ সংক্রান্ত। উভয়পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে বক্তব্য, পাল্টা বক্তব্য, মামলা, পাল্টা মামলা, বিজ্ঞাপন, পাল্টা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ নুরুল করিম মজুমদার এ মামলায় কি কারণে অভিযুক্ত তা তাহার কাছে অস্পষ্ট। অথচ প্রেস কাউন্সিলে ১২/১০/২০১৫ তারিখে তার দাখিলীয় বক্তব্যে জাফর সেলিম আরিফুর রহমান মিল্লাত এর বিচার চেয়েছেন। কিন্তু আরিফুর রহমান মিল্লাতকে প্রেস কাউন্সিলের মামলায় প্রতিপক্ষ করেননি। তিনি উল্লেখ করছেন যে, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের গত ১০/১১/২০১৫ তারিখের প্রথম পৃষ্ঠায় দুদকের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকার একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আরিফুর রহমান মিল্লাতের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ মামলা চলতে পারে না। সেই সাথে তাহার বিরুদ্ধে জাফর সেলিম তার সাপ্তাহিক নির্ভিক পত্রিকায় মানহানিকর যে নিউজ কলাম প্রকাশ করেছে। তাই ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিপক্ষ প্রেস কাউন্সিলের নিকট আবেদন করেছেন। পরিশেষে, ফরিয়াদীর অভিযোগ থেকে তাহাকে দায়মুক্তি প্রদান করে এবং তাহার বিরুদ্ধে ফরিয়াদীর সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত মানহানিকর নিউজ কলাম প্রকাশের দায়ে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন করেছেন।

প্রতিপক্ষ ২৪/০২/২০১৬ তারিখে ৭/২/২০১৬ তারিখের ফরিয়াদী কর্তৃক প্রকাশিত 'নির্ভীক' পত্রিকার একটি কপিসহ এক আবেদনপত্র দাখিল করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, মামলা চলাকালীন অবস্থায় ফরিয়াদী কাউন্সিল এর আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে তাঁর পত্রিকায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে "এবার সেন্ট্রাল হাই স্কুল থেকেও বাদ পড়লেন সাংবাদিক করিম মজুমদার"-শীর্ষক খবর পরিবেশন করেছেন, যা সাংবাদিকতার রীতিনীতির বিরুদ্ধে।

ফরিয়াদী ২৪/০২/২০১৬ তারিখে প্রতিপক্ষের ২/১২/২০১৫ তারিখের প্রত্যুত্তরে উল্লেখিত অভিযোগগুলি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদীর সম্পাদিত পত্রিকা 'সাপ্তাহিক নির্ভীক' এ সমসাময়িক বিষয় নিয়ে 'নির্ভীক কলাম' নামে একটি কলাম পরিবেশন করে থাকে এবং জনাব নুরুল করিম মজুমদার একজন ভয়ানক ব্যক্তি এবং তাঁর অপরাধ মূলক বিষয়ে কোন কলাম লেখা অপরাধ নয় এবং সংবাদপত্রের নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিকও নয়। পরিশেষে ফরিয়াদী গ্রেফতারী পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামী কর্তৃক প্রদেয় বিজ্ঞাপন প্রকাশকারী জনাব নুরুল করিম মজুমদার এর বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিল এর আইনের আওতায় শাস্তি দাবি করেন।

অপরদিকে ০১/০৩/২০১৬ তারিখে ফরিয়াদী একটি সম্পূরক জবাব দাখিল করে উল্লেখ করেছেন যে, কাউন্সিল এর নীতিমালা অনুযায়ী মামলার বিষয় নিয়ে কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করেননি বরং সংবাদটি ভিন্ন বিষয়ে করা হয়েছে।

ফরিয়াদী এবং প্রতিপক্ষ নিজেরাই তাদের মামলা পরিচালনা করছেন। ফরিয়াদী কাউন্সিল এর বিচারিক কমিটির নিকট যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনকালে তাঁর আর্জি, প্রতিউত্তর, ২৪/২/২০১৬ইং তারিখে দাখিলকৃত বিবাদীর প্রতিউত্তরের জবাব, ০১/০৩/২০১৬ইং তারিখের সম্পূরক জবাব এবং প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরের প্রেক্ষিতে প্রতিউত্তর গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদী তাঁর পত্রিকায় ফৌজদারী আদালতের একটি আদেশ সংবাদ আকারে প্রকাশ করে এবং এতে তাঁর কোন ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করা হয়নি। এই সংবাদ প্রকাশের প্রেক্ষিতে আরিফুর রহমান মিল্লাত, আল-ইহসান মাল্টিপারপার্স সোসাইটির সভাপতি পলাতক থেকে হকার্স পত্রিকায় বিজ্ঞাপনটি পাঠায়। তিনি বিজ্ঞাপনের নামে মিথ্যা, অপ্রাসঙ্গিক, শিষ্টাচার বহির্ভূত, মানবিকতা পরিপন্থি এবং ফরিয়াদীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক বিষয়ে অনাধিকার চর্চার মাধ্যমে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে।

বিজ্ঞাপনদাতা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে আদালতকে অবমাননা করেছে। বিজ্ঞাপনদাতা আরিফুর রহমান মিল্লাত গ্রেফতারী পরোয়ানাভুক্ত একজন পলাতক আসামী এবং পলাতক অবস্থায় থেকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। কিন্তু প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক হকার্স পত্রিকার সম্পাদক অনৈতিকভাবে আর্থিক সুবিধা নিয়ে বেআইনীভাবে বিজ্ঞাপনটি ছাপিয়েছেন। বিজ্ঞাপনটি কোন বিজ্ঞাপন নয়। কথিত বিজ্ঞাপনটির মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদকে উপলক্ষ করে মিথ্যা তথ্য সম্বলিত একটি মনগড়া অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। প্রতিপক্ষ তথাকথিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের পূর্বে তার সত্যতা যাচাই করা উচিত ছিল কিন্তু তা না করে আর্থিক সুবিধা নিয়ে কাউন্সিল এর আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে বিজ্ঞাপনটি ছাপিয়েছে। প্রকাশিত তথাকথিত বিজ্ঞাপনটি আমাকে এবং আমার পরিবারের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে, বিশেষ করে আমাকে একজন সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থি, মামলাবাজ, চাপাবাজ, হলুদ সাংবাদিক এবং নারী লোভী- এই অংশটুকু। কিন্তু প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর প্রতিবাদ পত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে পলাতক আসামীর পক্ষাবলম্বন করে ছাপায়নি। প্রতিপক্ষ তিনি নিরপেক্ষ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কিন্তু তিনি তার জবাবে সুস্পষ্টভাবে পরোয়ানাভুক্ত আসামী আরিফুর রহমান মিল্লাত এর পক্ষাবলম্বন করেছেন। পরিশেষে সাপ্তাহিক হকার্স পত্রিকার সম্পাদক নুরুল করিম মজুমদার ও তাঁর পত্রিকার বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেন।

জনাব নুরুল করিম মজুমদার ফরিয়াদীর যুক্তি-তর্কের সারমর্ম অস্বীকার করে নিবেদন করেন যে, তিনি একজন পেশাদার সাংবাদিক এবং সারা জীবন নীতিনৈতিকতার মধ্যে থেকে সাংবাদিকতা করে এসেছেন। বর্তমানে সাপ্তাহিক হকার্স এর সম্পাদক। ফরিয়াদী তিনিও একজন সাংবাদিক এবং সাপ্তাহিক নির্ভীক এর প্রকাশক ও সম্পাদক। তাঁর সাথে সংবাদ বা সংবাদ সংক্রান্ত কোন বিরোধ নেই এবং ছিলনা। বিজ্ঞাপনদাতা আরিফুর রহমান মিল্লাত এর বিজ্ঞাপন সাপ্তাহিক হকার্সে ছাপা হয়েছে সে বিজ্ঞাপনের দায়দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার। বিজ্ঞাপনদাতা আরিফুর রহমান ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী এ বিষয়টি বিজ্ঞাপন প্রকাশের সময় প্রতিপক্ষের জানার সুযোগ ছিলনা।

তিনি নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছে ১৪/০৫/২০১৫ইং তারিখে, পক্ষান্তরে ৩০/০৬/২০১৫ইং তারিখে অর্থাৎ ৬ (ছয়) সপ্তাহ পরে ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্রটি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করে। প্রতিবাদলিপিটি প্রেরণের ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যেই ফরিয়াদী ১৪/০৭/২০১৫ইং তারিখে তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক নির্ভিক পত্রিকায় হকার্সে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। এতে আমার পত্রিকায় প্রতিবাদ ছাপানোর আর কোন কার্যকারিতা থাকেনা। শুধু তাই নয় ১৪/০৭/২০১৫ইং তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নির্ভীক এ ফরিয়াদী তাঁর নিজ নামে ১ম পৃষ্ঠায় সাংবাদিকতার নীতি লংঘন করে আমার বিরুদ্ধে একটি অশোভন, মানহানিকর ও নীতি বহির্ভূত দীর্ঘ নিউজ কলাম প্রকাশ করে। কিন্তু দৈনিক নয়াপয়গাম ও সাপ্তাহিক ফেনী বার্তায় ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয় কিন্তু ঐ সমস্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করেনি কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সাপ্তাহিক হকার্স এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। আরিফুর রহমান মিল্লাতের সাথে প্রতিপক্ষের কোনরূপ লেনদেন ছিল না এবং এখনও নেই। বিজ্ঞাপন প্রকাশের পূর্বে ফরিয়াদীর সাথে যাচাই বাছাই করার কোন নিয়ম নেই, তবে প্রতিবাদ ছাপানোর রীতি আছে। কিন্তু ফরিয়াদী প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেছে ৬ (ছয়) সপ্তাহ পরে। তিনি প্রতিপক্ষকে সুযোগ না দিয়ে নিজের পত্রিকায় নিজস্ব মন্তব্যসহ প্রতিবাদ ছেপেছেন ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে। ফরিয়াদী নিজেও স্বীকার করেছেন যে, আরিফুর রহমান মিল্লাত এর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। ফরিয়াদী তাঁর মন্তব্য কলামে প্রতিপক্ষকে মাফিয়া ডন এর সাথে তুলনা করেছে, যা শালীনতার মধ্যে পড়ে না। উভয়পক্ষের মধ্যে তাঁদের লেনদেন নিয়ে বিভিন্ন আধা বিচারিক এবং ফৌজদারী আদালতে মামলা বিচারাধীন আছে। ঐ সমস্ত মামলা নিয়ম অনুযায়ী নিস্পত্তি হবে, এতে আমার কোন স্বার্থ ছিল না এবং কেবল প্রাসঙ্গিক কারণে কিছু কিছু বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে মাত্র। ফরিয়াদী আমাকে স্কুল পরিচালনা কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার খবর ছেপেছে যা কোন রীতি-নীতিতে লিড নিউজ হতে পারে না। ফরিয়াদী প্রকাশক এবং সম্পাদক হওয়ার সুযোগে নিজের ইচ্ছামত লিড নিউজ করেছে। ফরিয়াদী নিজের পত্রিকায় আরিফুর রহমান মিল্লাত এর বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়ে দিয়েছে। কাজেই আমার বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রতিকার পেতে পারেন না এবং তিনি সংক্ষুব্ধ হওয়ার কারণও প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই, ফরিয়াদীর অভিযোগটি খরচ সহ নামঞ্জুর করার জন্য আবেদন করছি।

চলমান পাতা ০৯

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

পক্ষগণের যুক্তি তর্ক শুনা হলো। ফরিয়াদী এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজ পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হলো। মোঃ আরিফুর রহমান মিল্লাত কর্তৃক প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি সাপ্তাহিক হকার্স পত্রিকায় প্রকাশের সূত্র ধরে বর্তমান মামলাটি রুজু করা হয়েছে।

দাখিলকৃত কাগজপত্রগুলি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ফরিয়াদী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের আদেশ তাঁর পত্রিকায় সংবাদ আকারে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রেক্ষিতে আরিফুর রহমান মিল্লাত পলাতক থেকে বিজ্ঞপ্তি আকারে একটি প্রতিবাদ প্রেরণ করে এবং হকার্স পত্রিকায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ব্যানার হোল্ডিংয়ে প্রকাশ করে। কথিত বিজ্ঞপ্তিটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মোঃ আরিফুর রহমান জঘন্য ভাষায় ফরিয়াদী এবং তাঁর পরিবারকে আক্রমনাত্মক ভাষায় গালমন্দ করেছে, যা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য নয়। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রেক্ষিতে ফরিয়াদী ৩০/০৬/২০১৫ইং তারিখে একটি প্রতিবাদ পত্র সাপ্তাহিক হকার্স পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন কিন্তু হকার্স পত্রিকায় তাঁর প্রতিবাদলিপিটি ছাপায়নি। এর প্রেক্ষিতে ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিলে প্রতিকারের জন্য বর্তমান মামলাটি দায়ের করেন। পরবর্তীতে ফরিয়াদী তাঁর সাপ্তাহিক নির্ভীক পত্রিকায় ১৪/০৭/২০১৫ইং তারিখে হকার্স পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক তাঁর বক্তব্যসহ জবাব আকারে প্রকাশ করে। যার শেষ অংশটুকু হুবুহু উদ্ধৃত করা হলোঃ

> *“প্রতারক আরিফের প্রতি আমার শেষ কথা, আরিফ তুমি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যা করছ এটি এটি তোমার দাঁড়ি, টুপি ও লেবাসের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান। তুমি সবসময় কোরআন হাদিসের কথা বলতে। মানুষকে নামাজ ও ভাল কাজের কথা বলে তুমি যে এতবড় প্রতারণা করবে তা আমরা কেউ ভাবিনি। কারণ, এখন তোমার লেবাস খুলে গেছে। তুমি একটি ধর্ম ব্যবসায়ী, ভন্ড। সুতরাং প্রতারণা ও মিথ্যার পথ ছেড়ে সত্যের পথে আস। লেবাস দিয়ে আর মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করো না। তুমি আমার বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে বিজ্ঞাপন ছেপেছ যদি সাহস থাকে সরাসরি এসে প্রমাণ কর। পলাতক থেকে আল-ইহসানের গ্রাহকদের আত্মসাৎকৃত টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন না ছাপিয়ে মানুষকে ওই টাকাগুলো ফিরিয়ে দাও। তাতে মানুষের উপকার হবে। তুমি আমার সরলতাকে ব্যবহার করে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছ। আমি তোমাকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতাম বলে তুমি আমার পরিবারের সদস্যের মত হয়ে আজ আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে মিথ্যা কথা বলছ। তুমি আমাকে বাবা ডাকতে আমার স্ত্রীকে মা ডেকে পায়ে ধরে সালাম করে এখন মুনাফেকের মত আচরণ করছ। যার বিচার আল্লাহতো করবেই দুনিয়াতেও তোমার লাঞ্ছনা ফেনীবাসী দেখবে। তোমার ভাষায় বলি তুমিতো ধর্মের লেবাসে সবসময় বলতে মানুষকে হেদায়েতের পথে ডাকছ; এখন দেখছি হেদায়েতের পথে তোমার আসা উচিৎ। প্রতারনার পথ থেকে তুমি সুপথে ফিরে আস। মানুষের আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরত দিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসো। কতকাল পলাতক থাকবে। একদিন না একদিন ধরা তোমাকে পড়তেই হবে। জেনে রাখো আইনের হাত অনেক লম্বা।”*

তাছাড়া, ফরিয়াদী ১৪/৭/২০১৫ইং তারিখে তাঁর পত্রিকা নির্ভীক এ “নির্ভীক কলাম”-এ “ধন্যবাদ হকার্স সম্পাদক নুরুল করিম মজুমদার ভাইকে” একটি দীর্ঘ কলাম লিখেন এবং জনগণের জন্য প্রকাশ করেন। এই কলামটিও পর্যালোচনা করা হলো এবং পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ফরিয়াদী উক্ত কলামটিতে তাঁর বক্তব্য দিয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ সম্পর্কে বেশ কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো,

> *“সব শ্রেণী পেশার মধ্যে যদি এই ভয়ানক ‘ভাই’ থাকতে পারে তাহলে সাংবাদিক পেশায় ‘মাফিয়া ভাই’ থাকা দুরন্ত কিছু নয়! কারণ অনেকের কাছে শুনতে পাচ্ছি একটি মিথ্যা বিজ্ঞাপন ছাপানোর পরও হকার্স নাকি আমার বিরুদ্ধে আরো কি কি ছাপবে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মত আগাম তথ্য দিয়ে যাচ্ছে। ”*

কাগজপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ফরিয়াদী প্রায় ৬ (ছয়) সপ্তাহ পরে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছেন এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রতিবাদলিপিটি প্রেরণে বিলম্ব হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। আর প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, ফরিয়াদী প্রতিবাদ লিপিটি ছাপানোর জন্য কমপক্ষে ৬ (ছয়) সপ্তাহ অপেক্ষা করা উচিৎ ছিল কিন্তু তা না করে ফরিয়াদী তাঁর পত্রিকায় ১৪/০৭/২০১৫ইং তারিখে সাপ্তাহিক হকার্সে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ভাষ্য অস্বীকার করে তাঁর বক্তব্য দিয়ে প্রতিবেদনটি ছেপেছেন। এতে ফরিয়াদীর সংক্ষুব্ধতার বিষয়টি প্রশমিত হয়েছে বলে প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপিটি ছাপানোর প্রয়োজন মনে করেননি।

চলমান পাতা ১০

এব্যাপারে কাউন্সিল এর আচরণ বিধি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে ও সুনামের ক্ষতিকর কোন কিছু যদি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তবে পক্ষপাতহীনতা ও সততার সাথে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের উচিত দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতিবাদটি প্রকাশ করা। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ফরিয়াদী ৬ (ছয়) সপ্তাহ পরে প্রতিবাদলিপিটি পাঠিয়েছে এবং ২(দুই) সপ্তাহের মধ্যে তাঁর পত্রিকা সাপ্তাহিক নির্ভীকে নিজেই প্রতিবাদটি ছেপেছেন। তদোপরি তিনি প্রতিপক্ষ সম্পর্কে মন্তব্য কলাম লিখেছেন। উভয়পক্ষের কাগজপত্রগুলি বিষদভাবে পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হচ্ছে যে, ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল এর বিচারিক আদালতকে তাঁর ক্ষোভের প্রশমনের জন্য ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন। অপরদিকে বিতর্কিত বিজ্ঞাপনটি কোন বিজ্ঞাপন হতে পারে না। এই কথিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের পূর্বে প্রতিপক্ষকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন ছিল কেননা এটি কোন বিজ্ঞপ্তি নয় বরং একটি সংবাদ এর প্রতিবাদ এবং বিজ্ঞাপনদাতার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এজাতীয় বিজ্ঞপ্তি না ছাপানোই সম্পাদকের দায়িত্ব এবং প্রতিবাদপত্রটি বিলম্ব হলেও ছাপানো প্রয়োজন ছিল।

প্রতিপক্ষ বিজ্ঞাপনদাতা একজন পলাতক আসামী বলে জানতেননা এ বিষয়টি বিচারিক কমিটির বিশ্বাস করার সুযোগ আছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে বিজ্ঞাপনের বক্তব্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু তিনি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে ফরিয়াদী তাঁর নিজের কলামের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেছে, যা সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার মধ্যে পড়ে না।

সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হচ্ছে যে, ফরিয়াদী এবং বিজ্ঞাপনদাতার মধ্যে বিভিন্ন আধাবিচারিক কর্তৃপক্ষের নিকট এবং ফৌজদারী আদালতে মামলা বিচারাধীন। ঐ সমস্ত মামলা সংশ্লিষ্ট ফোরামে নিস্পত্তি হবে, কাউন্সিলের বিচারিক কমিটি এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য করা সমীচীন মনে করে না।

সমগ্র কাগজপত্রাদি বিষদভাবে বিশ্লেষণ করে এবং উভয় পক্ষগণের বক্তব্য শ্রবণ করে ও উভয়পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্র যেমন আর্জি, জবাব, জবাবের প্রতিউত্তর পড়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ফরিয়াদী তাঁর সম্পাদনায় নির্ভীক পত্রিকায় বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিটির প্রতিবাদ ছাপিয়েছেন এবং তিনি মন্তব্য কলামও লেখেছেন। তাই আমরা মনে করি ফরিয়াদীর ক্ষোভ প্রশমিত হয়েছে।

উভয়পক্ষই অহেতুক বিষয়ে একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিবেদন এবং কলাম লিখেছেন, যা অনৈতিক। উভয়পক্ষই স্বীকৃত মতে সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতার সাথে জড়িত। কাজেই উভয়পক্ষই একে অপরের প্রতি উদ্দেশ্য করে কোন নৈতিকতা ও জনরুচি বিরোধী সংবাদ এবং মন্তব্য কলাম প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেয়া হলো।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ দিয়ে মামলাটি বিনা খরচায় নিস্পত্তি করা হলো।

এই রায়ের সহি মহুরী নকল প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ‘সাপ্তাহিক হকার্স’ ও ‘সাপ্তাহিক নির্ভীক’ উভয় পত্রিকায় এই রায় হুবুহু প্রকাশ করে, একটি কপি এ কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য এ বিচারিক আদালত নির্দেশ দিচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-
(আকরাম হোসেন খান)
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-
(ড. উৎপল কুমার সরকার)
সদস্য